“একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দলসমূহের নির্বাচনী ইশতেহারে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার বিষয়ক অঙ্গীকার চাই”

সংবাদ সম্মেলন

২২ নভেম্বর, ২০১৮ | কনফারেন্স লাউঞ্জ, জাতীয় প্রেসক্লাব, ঢাকা

প্রিয় গণমাধ্যম কর্মিবৃন্দ,
বাংলাদেশের প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংগঠন (ডিপিও), ডিপিওসমূহের মোর্চা ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার নিয়ে কর্মরত সংস্থাসমূহের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানবেন। একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সমাগত। এ নির্বাচনকে সামনে রেখে সকল রাজনৈতিক দল বিভিন্ন প্রস্তুতি গ্রহণ করছে। আগামী পাঁচ বছরে দেশ ও জনগনের উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা ও প্রতিশ্রুতি সহ নির্বাচনী ইশতেহার কিংবা রূপকল্প প্রকাশ করছে। এমতাবস্থায় রাজনৈতিক দলসমূহের নির্বাচনী ইশতেহারে বৈচিত্রময় নাগরিকগোষ্ঠীর বাংলাদেশে বিপুল সংখ্যক প্রতিবন্ধী নাগরিকের উন্নয়ন ও অধিকার বিষয়ক সুনির্দিষ্ট অঙ্গীকার অন্তর্ভূক্ত করার আহ্বান জানাতে আমরা আজকের সংবাদ সম্মেলন আয়োজন করেছি।

প্রিয় সুধী,

আপনারা অবগত আছেন যে, বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সঠিক ও নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান নেই। সঠিক পরিসংখ্যানের অভাবে বিপুল সংখ্যক প্রতিবন্ধী নাগরিকের উন্নয়ন তথা অধিকার বাস্তবায়ন মারাত্মভাবে ব্যহত হচ্ছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গবেষণা প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার কমপক্ষে ১৫ ভাগ নাগরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি (প্রতিবন্ধিতা বিষয়ে বিশ্ব প্রতিবেদন, ২০১১)। বাংলাদেশের খানা আয় ও ব্যয় জরিপ (২০১০) অনুযায়ী বাংলাদেশের প্রতিবন্ধী মানুষের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ৯.০৭ শতাংশ। আবার, ২০১১ সালের জরিপ অনুযায়ী এই সংখ্যা ১.৪১ শতাংশ। অন্যদিকে সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন সমাজ সেবা অধিদপ্তর তাদের প্রতিবন্ধী ব্যক্তি চিহ্নিতকরণ জরিপের মাধ্যমে এ পর্যন্ত মাত্র ১৫ লক্ষ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে চিহ্নিত করেছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংখ্যা নিয়ে এ ধরনের সাংঘর্ষিক, আংশিক বা বিভ্রান্তিমূলক তথ্য থাকায় এই বিপুল জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে যথাযথ পরিকল্পণা গ্রহণ করা যেমন সম্ভব হচ্ছে না, তেমনি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের দুরবস্থারও লাঘব হচ্ছে না। পূর্বোক্ত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বাংলাদেশের প্রায় আড়াই কোটি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে উন্নয়নের মূলধারায় যথাযথভাবে সম্পৃক্ত না করে রাষ্ট্রের টেকসই উন্নয়ন কোনভাবেই সম্ভব নয়। আমরা মনে করি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনমান উন্নয়নসহ রাষ্ট্রের সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে অবিলম্বে প্রতিবন্ধী নাগরিকের প্রকৃত পরিসংখ্যান নির্ধারণ ও ডাটবেইজ (তথ্যসম্ভার) তৈরি করা অপরিহার্য। এ কাজ যথাযথভাবে সম্পাদনের জন্য অবশ্যই প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সক্রিয় অংশগ্রহণসহ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংগঠন (ডিপিও) সমূহ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়ে কর্মরত সংস্থাসমূহকে সম্পৃক্ত করা জরুরি।

সাংবাদিক বন্ধুগণ,

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ২৮(৪) অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রের পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর অগ্রগতির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ২৯ (৩)(ক) অনুচ্ছেদে প্রজাতন্ত্রের কর্মে নাগরিকদের পশ্চৎপদ অংশের পর্যাপ্ত প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিশেষ ব্যবস্থা (কোটা প্রচলন ইত্যাদি) গ্রহণের কথা থাকলেও বাংলাদেশের সবচেয়ে দুর্দশাগ্রস্ত প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে এ গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক সুযোগগুলো যথাযথভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে না। সংবিধানের এ অনুচ্ছেদগুলোর আলোকে কোটাসহ প্রয়োজনীয় সমন্বিত ও বিশেষ সুবিধা প্রদান না করায় নানা প্রতিবন্ধকতা, যেমন: নেতিবাচক ও অবমূল্যায়নের মনোভাব, অ-প্রবেশগম্যতা ও প্রতিকূল পরিবেশ এবং প্রাতিষ্ঠানিক বৈষম্য ও নিগ্রহের কারণে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, সক্ষমতার বিকাশ, কর্মসংস্থান, সমঅংশগ্রহণসহ সবদিক থেকে প্রতিবন্ধী নাগরিকগণ ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছে এবং বর্তমানে এ জনগোষ্ঠী বাংলাদেশের বৃহত্তম প্রান্তিক জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা ক্রমান্বয়ে সমাজের মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। এ পরিস্থিতিতে প্রতিবন্ধী নাগরিকগণ সমঅধিকার আদায়ে সক্ষম এবং একীভূত হওয়ার অনুকূল পরিবেশ তৈরি হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কোটা সহ বিশেষ সুযোগ-সুবিধা প্রদান অব্যহত রাখতে হবে, ক্ষেত্রমত, বৃদ্ধি করতে হবে। কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা না হলে সমাজের এ বৃহত্তম প্রান্তিক জনগোষ্ঠীটি চরম সংকটে নিপতিত হবে এবং দেশ ও জাতি উন্নয়নে বিশাল এই জনগোষ্ঠীর অবদান থেকে বঞ্চিত হবে।

বন্ধুগণ,

বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর ক্রমাগত আন্দোলন ও দাবির প্রেক্ষিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ প্রণীত হয়েছে। এ আইনে শিক্ষা, কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্যসেবা, রিজনেবল অ্যাকোমোডেশন, প্রবেশগম্যতা, একীভূতকরণ ও বিচারগম্যতাসহ প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর সম্মানজনক জীবনের নিশ্চয়তা প্রদানের লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ বিধানাবলী সংযুক্ত করা হয়েছে। তবে আইন প্রণয়নের পাঁচ বছর অতিক্রান্ত হলেও আইনটির বাস্তবায়নে কোন সন্তোষজনক অগ্রগতি দেখা যায়নি। আইনটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আজ পর্যন্ত জাতীয় কর্মপরিকল্পণা চূড়ান্ত করা হয়নি। রুলস/এলোকেশন অব বিজনেস সংস্কার করে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইনের প্রাসঙ্গিক অংশ বাস্তবায়নের বিষয়টিকে প্রত্যেক মন্ত্রণালয় বা বিভাগের কাজের অংশ হিসেবে গণ্য করার উদ্যোগও আমরা লক্ষ্য করিনি। ফলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সকল বিষয়ের দায়-দায়িত্ব (শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মতো পেশাগত বিষয়সহ) কেবল সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত থাকায় আইনটির বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া স্থবীর হয়ে রয়েছে। আমরা মনে করি, এ আইনটি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়িত হলে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর প্রতি সকল বৈষম্য ও অপরাধ নূন্যতম পর্যায়ে নেমে আসত।

“একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দলসমূহের নির্বাচনী ইশতেহারে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার বিষয়ক অঙ্গীকার চাই”

সংবাদ সম্মেলন

২২ নভেম্বর, ২০১৮ | কনফারেন্স লাউঞ্জ, জাতীয় প্রেসক্লাব, ঢাকা

সম্মানীত সংবাদকর্মিবৃন্দ,

আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) ঘোষণা করেছে। এই অভীষ্ট অর্জনের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। আগামী পাঁচ বছর এসডিজি বাস্তবায়নে সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করবে। সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী হিসেবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে সকল পরিকল্পনা গ্রহণ করা না হলে এসডিজি অর্জন করা কোনভাবে সম্ভব হবে না। কেননা কোন প্রান্তিক নাগরিকগোষ্ঠীকে পেছনে ফেলে রেখে এসডিজি অর্জন সম্ভব নয়। সাম্প্রতিক সময়ে অনুষ্ঠিত গ্লোবাল ডিজএবিলিটি সামিট, ২০১৮ সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে সরকার প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি তথা অঙ্গীকার করেছে। এ সকল অঙ্গীকারপূরণের লক্ষ্যে অষ্টম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনাসহ সকল রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তির বিষয়সমূহ আবশ্যিকভাবে অন্তর্ভূক্ত করা উচিৎ।

বন্ধুগণ,

আমরা মনে করি, উপরোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনায় নিয়ে বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর সার্বিক উন্নয়ন, সুরক্ষা ও অধিকার বাস্তবায়ন, বৈষম্য বিলোপ এবং সমঅংশগ্রহণ নিশ্চিত করে সকলকে নিয়ে একটি একীভূত বা অন্তর্ভূক্তিমূলক সমাজ বিনির্মাণে অবশ্যই প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের একটি সাধারণ রাজনৈতিক অঙ্গীকার থাকা অপরিহার্য।

এমতাবস্থায়, প্রতিবন্ধী নাগরিকের প্রতি সকল ধরনের বৈষম্য বিলোপ করে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আমরা নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী সকল রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইশতেহারে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে গুরুত্বারোপসহ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ বাস্তবায়নের অঙ্গীকার অন্তর্ভূক্ত করার উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি:

- ***প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংগঠন (ডিপিও) এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার নিয়ে কর্মরত সংস্থাকে সম্পৃক্ত রেখে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সঠিক পরিসংখ্যান নিরূপন ও ডেটাবেইজ বা তথ্যসম্ভার তৈরি করা;***
- ***সংবিধান, গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন (ক্ষেত্রমত, সংশোধন সাপেক্ষে) অনুযায়ী তৃণমূল থেকে জাতীয় পর্যায়ে সকল দলের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে প্রতিবন্ধী নারীসহ সকল ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অংশগ্রহণ এবং স্থানীয় সরকার থেকে জাতীয় সংসদে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রত্যক্ষ ও উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা। একাদশ সংসদে নারীর জন্য সংরক্ষিত ৫০টি আসনের মধ্যে অন্তত ২টি আসনে যোগ্য প্রতিবন্ধী নারীকে নির্বাচন করা;***
- ***প্রচলিত আইনানুসারে সরকারি-বেসরকারি ভবন, অফিস-আদালত, ব্যাংক, মার্কেট, স্কুল কলেজ সহ সকল গণস্থাপনায় প্রবেশগম্যতা নিশ্চিত করা। শ্রবণ, বাক ও দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সহ সকল ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তির উপযোগী ভাষা-যোগাযোগ এবং স্বাস্থ্যসেবা, ন্যায়বিচার, ই-সার্ভিসসহ, শিক্ষা উপকরণসহ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে প্রবেশগম্যতা নিশ্চিত করা;***
- ***প্রতিবন্ধিতা বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রমে প্রতিবন্ধী নারী ও শিশুসহ সবচেয়ে পিছিয়েপড়া প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের (যেমন, যাদের অটিজম, ডাউন সিন্ড্রোম, বুদ্ধি, সেরিব্রাল পালসি, শ্রবণ-দৃষ্টি, শ্রবণ ও বাক্ ও বহুমুখী প্রতিবন্ধিতা আছে) সমসুযোগ, সমঅধিকার ও কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা;***
- ***১ম ও ২য় শ্রেণীর সরকারি চাকরিতে কোটাব্যবস্থা পুনর্বহাল ও সুষ্ঠু বাস্তবায়নসহ সংবিধানের ২৮(৪) ও ২৯(৩)(ক) অনুচ্ছেদ মোতাবেক বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা; এবং***
- ***প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ এর তফসিলে বর্ণিত ৮২টি কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বিষয়ক পৃথক অধিদপ্তর স্থাপন, জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও প্রয়োগ, রুলস/এলোকেশন অব বিজনেস সংস্কার, ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সার্বিক উন্নয়নের বিষয়টিকে পদ্ধতিগতভাবে অন্তর্ভূকরণ এবং জাতীয় বাজেটে আইনে বর্ণিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন বাবদ মন্ত্রণালয়ভিত্তিক বর্ধিত বরাদ্দসহ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।***

সাংবাদিক বন্ধুগণ,
আসন্ন একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলসমূহের নিকট আমাদের দাবিসমূহ পৌছে দিয়ে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন ও অধিকার বাস্তবায়নে রাজনৈতিক ঐক্যমত প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখার অনুরোধ জানাচ্ছি। ধন্যবাদ।

নিবেদক, প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর পক্ষে অত্র সংবাদ সম্মেলনের আয়োজকবৃন্দ।